জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 10 ❑ 25 May, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

গাইনোকোলজিস্ট হতে চায় আলিমে চতুর্থ বনগাঁর আফরিন

জয় চক্রবর্তী ঃ বনগাঁ সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্রী আফরিন মণ্ডল এবছর আলিম পরীক্ষায় রাজ্যে চতুর্থ হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৭। আফরিন জানায়, পরবর্তীতে সে গাইনোকোলজিস্ট হতে চায়। এরমধ্যেই সে একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা শুরু করেছে।

আফরিন জানায়, বাড়ি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে বনগাঁ হজরত পীর আবুবকর দারুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় বাসে করে যাতায়াত করতে হতো। কিছুটা হাঁটা পথও আছে। সেখানকার শিক্ষকরা আমাকে প্রচুর সহযোগিতা করেছেন। তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মা অসুস্থ থাকার কারণে বাড়ির কাজও করত; পাশাপাশি পড়াশোনাও করত। কোনদিন ৩-৪ ঘন্টা, কোনদিন দু'ঘণ্টা পড়ার সময় পেত। তিনি জানিয়েছেন, বড় হয়ে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হতে চান।

তার কৃতিত্বের খবর প্রকাশ্যে আসতেই দক্ষিণ মানিককোল গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে খুশির হাওয়া। বনগাঁ সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ইব্রাহিম গাইন জানান, আফরিনের সাফল্যে আমরা খুশি। ও আরও সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাক।

পাশাপাশি গাইঘাটা রাজাপুর দারুস সালাম সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে নবম হয়েছে সোনিয়া পারভীন। প্রাপ্ত নম্বর ৮১১। ওই মাদ্রাসা থেকেই দশম হয়েছে রেশমা খাতুন, পেয়েছে ৮১০। সোনিয়ার বাড়ি গুমা ও রেশমার বাড়ি রঘুনাথপুর। রাজাপুর মাদ্রাসায় আবাসিক হিসেবে থেকে পড়াশোনা করত।

পরপর চুরি নিয়ে কাঠগড়ায় খোদ পুলিশ

পুলিশি প্রহরার মধ্যেই ভয়াবহ চুরি

প্রতিনিধি ঃ এলাকার সাতটি বাড়িতে চুরির ঘটনার দিন কয়েকের মধ্যেই ফের একই কায়দায় একই এলাকায় ফের ৩টি বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। গোপালনগর থানার মহৎপুর মাঝডোব গ্রামের ঘটনা। দিন কয়েকের মধ্যে পরপর চুরির ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ জানিয়েছেন তারা। বাসিন্দাদের বক্তব্য, এলাকায় পুলিশি টহল রয়েছে। গ্রামের মধ্যে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থার পরিকল্পনা চলছে। তার মধ্যেই এই চুরির ঘটনা।

মহৎপুরের বাসিন্দা ইকরামুলের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাঁর দাবি, নাকে গ্যাস জাতীয় কিছু দেওয়া হয়েছিল যার ফলে তিনি ঘুম থেকে উঠতেই পারেননি। তার বাড়িতে ঢুকে আলমারি ভেঙ্গে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা ও লক্ষাধিক টাকার সোনার গহনা নিয়ে গিয়েছে চোরের দল।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গ্রামের ইকরামুল মন্ডলের বাড়ি থেকে নগদ টাকা, সোনা দানা সহ প্রায় তিন লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে গিয়েছে। সাজেদা বিবির বাড়ি থেকে টাকা পয়সা জামা কাপড় জহির উদ্দিন মন্ডলের বাড়িতে তালা ভেঙে ঢুকলেও কিছু নিতে পারেনি।

দ্বিতীয় পাতায়...

ফের চুরি, ধৃত ১

প্রতিনিধি ঃ ফের গোপালনগরে চুরির ঘটনা ঘটলো। অভিযোগ, রবিবার রাতে কামদেবপুর এলাকায় সাতটি বাড়িতে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। চারটি বাড়ি থেকে সোনার গহনা, নগদ টাকা লুট করে পালায় তারা। পুলিশের অবশ্য দাবী তারা চোরকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম রাজু দাস। তার বাড়ি নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্প এলাকায়। বনগাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজল কান্তি বিশ্বাস বলেন, 'ধৃত রাজু দাস চুরির কথা স্বীকার করেছে। তার কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত দু লক্ষ টাকার গহনা, নগদ সাড়ে ১৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতকে সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

গত দু মাস ধরে গোপালনগর এর মহৎপুর, মাঝডোব এলাকায় কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেকবারই চার-পাঁচটি করে বাড়িতে চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। মহৎপুরের ঘটনার পরে ওই এলাকায় পুলিশ টহল বাড়ানো হলেও বাকি এলাকায় পুলিশ টহল

দ্বিতীয় পাতায়...

আপনার ঘরেও সিবিআই ঢুকবে, বিধায়কের হুমকি তৃণমূলের জেলা সভাপতিকে

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের নাম না করে তার ঘরেও সিবিআই ঢুকবে বলে হুশিয়ারি দিলেন বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। বৃহস্পতিবার রাতে গোপালনগর বাজারে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে স্বপন বাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। সেখানে নিজের ভাষণে স্বপন বাবু বলেন, 'সিবিআই ইতিমধ্যেই হিসেব নিতে শুরু করেছেন। এখানকার গরু পাচারকারীরা কান খুলে শুনে রাখুন, আপনার ঘরেও খুব শীঘ্রই সিবিআই ঢুকবে।' অশোক বাবুও এদিন তৃণমূল জেলা সভাপতিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আপনার যিনি গডফাদার ভাইপো সে জেলে ঢুকবে। আপনাকেও জেলের ভাত ঘানি খাওয়াবোই খাওয়াবই। এই গোপালনগর এর মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম। সভা থেকে বিজেপির বক্তারা তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাতেই গোপালনগর থানায় দুজন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। প্রতিবাদে শুক্রবারে বিকেলে গোপালনগর বাজারে বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। সেখানে কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক স্বপন মজুমদার এবং অশোক কীর্তনীয়ার উপস্থিতিতে মিছিলটি গোপালনগর রেলগেট থেকে রামচন্দ্রপুর পর্যন্ত যায়। গোপালনগর থানার দিকে মিছিলটি যাবার পথে বিশাল পুলিশ বাহিনী রাস্তার উপর ব্যারিকেড করে মিছিলটি আটকে দেয়।

তৃণমূল বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'অশোক কীর্তনীয়া এবং স্বপন মজুমদার দুজনেই অপরাধ জগতের মানুষ। তাঁরা সংস্কৃতি বোঝেন না। বিশ্বজিৎ দাস তৃণমূল জেলা সভাপতি হওয়ার পর বনগাঁয়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজেপি দুর্বল হচ্ছে। সে কারণে মিথ্যা কুৎসা করছে ওরা। পথসভা থেকে বিশ্বজিৎ বাবু সম্পর্কে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ ও মিথ্যাচার করে তাকে কালিমা লিপ্ত করবার চেষ্টা চালিয়েছে এই দুই বিজেপি কর্মী। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী তাদের বিরুদ্ধে গোপালনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের বিষয়ে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, যে মামলা হয়েছে, সেটা অনৈতিক অবৈধভাবে মামলা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ জানে, টিএমসির একাধিক নেতা আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও অমিত শাহকে চোর বলেছে তখন তো অভিযোগ হয়নি।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ

প্রতিনিধি ঃ গ্রামের আড়াই কিলোমিটার বেহাল ইটের রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসী। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন মহিলারা। বনগাঁর আড়ঙডাঙা এলাকার ঘটনা। আড়ঙডাঙা থেকে জোকা পর্যন্ত ইট রাস্তার সংস্কারের দাবিতে আড়ঙডাঙাতে সোমবার সকাল ১১ টা থেকে বনগাঁ বাগদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করলো গ্রামবাসীরা। বনগাঁ ব্লকের সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আড়ঙডাঙা গ্রামের ইট রাস্তার বেহাল দশা। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার সাধারণ মানুষের দাবি রাস্তা সংস্কারের। অভিযোগ পঞ্চায়েতে ও বিডিও অফিসে জানানো সত্ত্বেও এই রাস্তার সংস্কার করা হয় না। রাস্তা খারাপ থাকার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার সাধারণ মানুষকে। রাস্তায় মহিলারা বসে পড়ে অবরোধ শুরু করেন। আন্দোলনকারীদের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত বিডিও অফিসের তরফ থেকে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস পাচ্ছেন ততক্ষণ তাদের এই অবরোধ চলবে। রাস্তা অবরোধের ফলে সমস্যা যাত্রীরা। যানজট তৈরি হয়। গরমে দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন যাত্রীরা। এক বাইক চালক এবং এক মহিলা পুলিশ কর্মীকে অবরোধকারীরা মারধর করে বলে অভিযোগ। বিকেলে সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইন্দ্রজিৎ শাঁখারী ঘটনাস্থলে গেলে মহিলারা ঝাঁটা উচিয়ে বিক্ষোভ দেখানে। তাঁর জামা টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রধান বলেন," আড়াই কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের ক্ষমতা পঞ্চায়েতের নেই।" জয়েন্ট বিডিও ঘটনাস্থলে গিয়ে লিখিত আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

৩৯ লক্ষ টাকার প্রসাধনী সামগ্রী আটক করল বিএসএফ

প্রতিনিধি ঃ বন্দর দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাবার পথে বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকার প্রসাধনী দ্রব্য আটক করলো বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দর এলাকায়।

বিএসএফ জানিয়েছে, এই ট্রেনটি কলকাতার চিৎপুর থেকে পেট্রাপোল হয়ে বাংলাদেশের খুলনায় যায়। তল্লাশি দল আইসিপি পেট্রাপোলে ট্রেনটি থামায়। প্রশিক্ষিত কুকুর এবং হ্যান্ডলারদের সাথে অনুসন্ধান দল ট্রেনটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালায়। তল্লাশির সময় জওয়ানরা ট্রেনের বগি থেকে ৫০ ব্যাগ প্রসাধনী সামগ্রী উদ্ধার করে। পরে আটক করা প্রসাধনী দ্রব্যগুলি পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১০ ❐ ২৫ মে, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

কালের গহ্বরে হারিয়ে যেতে পারে প্রথাগত গ্রন্থ

কল্পবিজ্ঞানের একজন বিখ্যাত লেখক Isaac Asimov। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার তাঁর বিচরণ হলেও কল্পবিজ্ঞানেই বেশিখ্যাত। স্কুল বিষয়ক একটি গল্পে বর্তমান সময়ের স্কুল, শিক্ষক বা পাঠ্যপুস্তকের সাথে ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা তুলনা করেছেন। কল্পনার জালে ভবিষ্যতের কোন এক ছাত্র বর্তমান কালের বই বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পাঠ্যসমুহ দেখে আকাশ থেকে পড়েছে। কেননা তারা এমন পাঠ্য পুস্তকের সাথে আদৌ পরিচিত নয়। পরিচিত নয় মানুষরূপী শিক্ষকের সাথে। কেননা কালের প্রভাবে সবই হারিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়েছে। বিশ্বের অন্যদেশে অনেক আগে থেকে প্রচলিত হলেও ভারতবর্ষে যন্ত্র নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ প্রচলন শুরু হয়েছে অতিমারী করোনাকালে। তার অনেক আগে থেকেই ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক শিক্ষিকাগণ কোন তথ্য জানার জন্য প্রথাগত গ্রন্থের উপর নির্ভর না করে আন্তর্জালিক সংযোগ ব্যবস্থা বা তথ্য জালের উপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। মানুষের জীবন এখন কর্ম ব্যস্ততায় ভরা। তাই কোন শব্দের অর্থ হোক বা কোন শব্দের বানান জানার জন্য আর অভিধানের খোঁজ না করে পকেটে থাকা টাচ্ ফোনের উপর বেশি নির্ভর করে। তার ফল প্রথাগত গ্রন্থ বা বই-এর প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাওয়া। গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়েছে ফেসবুক, টুইটার। মানুষ অবসর যাপনের জন্য আজ এই মাধ্যমের উপরেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। যার পরিনতি অতি ভয়ঙ্কর। হয়ত বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একটা বড় অংশ ডুবে যাবে অশিক্ষার অন্ধকারে। কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে প্রথাগত পুথি। গবেষণায় বলা হয়েছে— গতবছরই প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে সাহিত্য পড়ার হার সবচেয়ে কম। মাত্র ৪৩ শতাংশ মানুষ বছরে মাত্র ১টি বই পড়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতি দিন বেড়েই চলেছে তরুণ প্রজন্মের অনলাইনে কাটানো সময়ের হার। ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সীরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৫ ঘন্টা অনলাইনে কাটায়। ফল স্বরূপ কিশোরদের মধ্যে একাকীত্বের মাত্রা বেড়ে চলেছে। পরিণতিতে এই একাকীত্ব তাকে ঠেলে দিতে পারে মৃত্যুর দিকে। তাহলে ফেসবুক- টুইটারের মতো নিত্য আনন্দদানকারী সমাজ মাধ্যমের জয়ধ্বনি করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কু-শিক্ষা এবং প্রথাগত বই-এর অবলুপ্তির কথা ভাবতে ভাবতে নিত্য আনন্দধানে পুনরাগমন করি।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠান করে এল চাঁদপাড়া এ্যাক্টো

নীরেশ ভৌমিক ঃ ওপার বাংলা যশোর শিল্পাঙ্গন ও কৃষ্টিবন্ধন সংস্থার আহ্বানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশের তিনটি জেলায় অনুষ্ঠান করে এল জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম নাট্যদল চাঁদপাড়া এ্যাক্টো (ACTO)।

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ২০২৩ এ অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮ জনের এক সাংস্কৃতিক টিম বাংলাদেশের যশোর জেলা শিল্পকলা একাডেমি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও কুষ্ঠিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। আয়োজক সংস্থার সদস্যগণ আমন্ত্রিত সাংস্কৃতি কর্মী ও শিল্পীগণকে অভিনন্দ ও অভ্যর্থনা জানান। চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর পরিচালক সুভাষ চক্রবর্তী সহ প্রতিনিধি দলে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও নৃত্য শিল্পী সুশীল সাহা, স্বনামখ্যাতা সংগীত শিল্পী অরুনিমা সাহা, স্বনামধন্য গীতিকার ও সংগীত শিল্পী কাজি কামাল, বাচিক শিল্পী ইভা পাল, নাট্যাভিনেতা প্রীতম মজুমদার প্রমুখ।

গত ৯- ১৫ মে বাংলাদেশের ৩ জেলায় এ রাজ্যের শিল্পীগণ যশোর, খুলনা ও কুষ্ঠিয়ার ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি, নাটক, শ্রুতি নাটক ও ম্যাজিক ইত্যাদি প্রদর্শন করেন। সুভাষ চক্রবর্তী ও ইভা পাল পরিবেশিত শ্রুতি নাটক এবং চাঁদপাড়া অ্যাক্টোর কর্ণধার সুভাষ চক্রবর্তী পরিবেশিত রবীন্দ্র ভাবনায় জাদু প্রদর্শনী সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। প্রথিতযশা শিল্পী ও নাট্যব্যক্তিত্ব সুভাষ বাবু জানান, তাঁরা সেদেশ নৃত্য ও নাটকের কর্মশালাতে প্রশিক্ষনও প্রদান করেন।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

স্মৃতিভ্যান ভূমিকম্প স্মারক ও জাদুঘর এবং কচ্ছের রন

অজয় মজুমদার

একে একে সদস্যরা সবাই রেডি হয়ে ডাইনিং রুমে চলে এল। আজকে ব্রেকফাস্টে বিশেষ মেনু হল নান পুরী এবং ঘুগনি, সঙ্গে মিষ্টি। সবাই তো পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে এক বোতল করে পানীয় জল নিয়ে গাড়িতে উঠল।ভুজ থেকে আমাদের গাড়ি ছাড়লো ঠিক সকাল ন'টায় ও দুদিকের মোহময় পরিবেশ দেখতে দেখতে আমরা যাচ্ছি। মাঝে মধ্যেই বেশ কিছু নতুন নতুন গাছের দেখা পাচ্ছি। কিছু কিছু গাছের বৈশিষ্ট্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে পুরো আলাদা ও নাম না জানা গাছ। তবে ভূমিতে রুক্ষতা তো আছেই, মনে হয় জায়গাটা রাজস্থানের কাছে বলেই এরকম হয়। আমরা পৌঁছে গেলাম স্মৃতিভ্যান ভূমিকম্প স্মারক ও জাদুঘরে, আজ যেভাবে ভূজ বেড়ে উঠেছে, মাধাপার এবং ভূজ উভয়ের সম্প্রসারণ এবং রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে ভূজ ও ডুঙ্গার প্রাকৃতিক আবাস রক্ষার একটি সুযোগ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করে। এটি শহরকে একটি বিশাল বিস্তৃত খোলা জমি উপভোগ করার সুযোগ দেয়। যা ভবিষ্যতে অভাব হবে। স্মৃতিভান মেমোরিয়ালের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেমন- লাইব্রেরী এবং ডকুমেন্টশন সেন্টার, আর্টস অ্যান্ড কনফারেন্স ফেসিলিটিস, লিভিং হেরিটেজ , অ্যান্ট ইন্টার প্রিটেশন সেন্টার এবং দ্যা অরিয়েন্টেশন সেন্টার— সবই হচ্ছে কচ্ছের প্রচারের লক্ষ্যে।

এবার আমরা দেখলাম মিয়াওয়াকি বন— পৃথিবীর সবুজ আচ্ছদন ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ুর পরিবর্তন আবারো আসতে চলেছে। আমরা ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রে বাস করছি। সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সারাদেশে ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ব্যক্তি ও সংস্থা মিয়াওয়াকি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। বনায়নের নামকরণ করা হয়েছে জাপানি উদ্ভিদবিদ এবং উদ্ভিদ পরিবেশ বিদ আকিয়া মীরাওয়াকির নামে। যিনি ছোট ছোট জমিতে বহু শহুরে বন বৃদ্ধির এই পদ্ধতির পথপ্রদর্শক। এরকম সোশ্যাল ফরেস্ট্রি বা সামাজিক বনসৃজন ভূজ ও কচ্ছের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে।

এখান থেকে আমরা গেলাম আয়না মহল— হামিরসার হ্রদের উত্তরপূর্ব কোণে অবস্থিত আয়না মহল প্রাসাদ। ১৭৬১ সালে রাও লাখপতজিন দ্বারা নির্মিত এবং রাম শিং মালাম দ্বারা ডিজাইন করা। এর স্থাপত্য যে কোন মানুষকে সৌন্দর্যে বিস্মিত করবে। ২০০১ সালে গুজরাট ভূমিকম্পের সময় প্রাসাদটি খুব একটা ধ্বংস করতে পারেনি। আয়না মহলের ঠিকানা হল দরবার গেট, ওল্ড ধাটিয়াফালিয়া, ভূজ, গুজরাট— ৩৭০০১, ভারত।

এবার গেলাম কচ মিউজিয়ামে। এটি হামিরসার ট্রাঙ্কের বিপরীতে। গুজরাটের প্রাচীনতম জাদুঘরে সারগ্রাহী এবং সার্থক প্রদর্শক রয়েছে টেক্সটাইল, অস্ত্র, রৌপ্যপত্র, ভাস্কর্য, বন্যপ্রাণী, কচ্ছ উপজাতির পোশাক এবং প্রত্নবস্তুর ডায়োরামা। জাদুঘরের একটি অংশ এই অঞ্চলে প্রাণবন্ত উপজাতীয় সংস্কৃতির জন্য নিবেদিত। কচ্ছ জাদুঘরটি ১৮৭৭ সালে মাহারাও খেঙ্গারাজি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এখান থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম কচ্ছরানে ও ৭০ কিলোমিটার দূরে কচ্ছে রন। ওখানে যেতে হবে ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে। যাতে সূর্যাস্তটাও দেখা যায়। এবং পরিবেশটা উপলব্ধিতে আনা যায়। রন হিন্দি ভাষায় হল একটি লবণের জলাভূমি, যার বেশিরভাগ অংশ ভারতের গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত এবং কিছু অংশ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে অবস্থিত। এটি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত। কচ্ছের বড় রন, এবং কচ্ছের ছোট রন। কচ্ছের রন গুজরাটের থর মরুভূমির জৈব-ভৌগলিক এলাকায় ও সিন্ধু প্রদেশের কিছু অংশে অবস্থিত। এটি একটি ধাতু ভিত্তিক সমুদ্রপৃষ্ঠ অঞ্চল, রন শব্দ লবণ মার্শ অর্থ সজ্জা সঙ্গে পর্যায়ক্রমে, স্থল উদ্ভিদ যেখানে বাড়তি উদ্ভিদ বৃদ্ধি। মরুভূমির ১০,০০০ বর্গ মিটারের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে। রাজ্যের কচ্ছ রনের উত্তর-পূর্ব কোণে লুনি নদী রয়েছে, যার উৎপত্তি রাজস্থানে।

কচ্ছের রন বিভিন্ন পরিবেশ বিশিষ্ট। যার মধ্যে রয়েছে ম্যানগ্রোভ এবং মরুভূমি উদ্ভিদ। যেমন-ক্যাকটাস ও স্যাকেলিনা জাতীয়। কচ্ছ রন ঘাষভূমি এবং মরুভূমি বন্যপ্রাণীগুলির আবাসস্থল। কচ্ছের নিজস্ব ভাষা হল ইন্দো-আর্য ভাষা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিন্ধি ভাষার গুজরাটি প্রভাবিত উপভাষা হিসেবে বিবেচিত । কচ্ছের রনে প্রচুর নীলগাই পাওয়া যায়।

কচ্ছের রন ভূ-ভাগ দেখে সবাই অবাক হয়। বছরের ছ-মাস ডুবে থাকে সমুদ্রের তলায়। কিন্তু সেই লবণাক্ত জল সমুদ্রে ফিরে আসার আগে ২৮ হাজার বর্গ কিলো মিটার বিস্তৃত মরুভূমিকে দিয়ে যায় পুরু লবনের আস্তরণ। স্থানীয় ভাষায় নুনকে বলে মিঠু। সারা পৃথিবীতে নুনের জোগানে তিন নাম্বারে আছে কচ্ছ । তবে লবণ উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের জীবন যাপন কিন্তু অত্যন্ত কষ্টকর। ৫০ থেকে ৬০ বছরের বেশি কেউই বাঁচে না। সারাদিন রোদের তাপে ওই লবণাক্ত জলে মাটিতে ভিজে কাজ করার সময় বহু রোগ শরীরে বাসা বাঁধে। এই রোগগুলি হল পেশাগত রোগ ও প্রকৃতি এইভাবে এখানে মানবাধিকারকে গ্রাস করছে। কচ্ছের শেষ গ্রাম হলো— ধোরাধও। বেশ কিছুদিন আগেও যারা কচ্ছের রন দেখতে যেতেন, তারা ভূজ শহরে থাকতেন। কারণ রাস্তা জনপদ কিছুই ছিল না। এখানে থাকতেন মালদারি উপজাতির কিছু মানুষ, যারা সম্পূর্ণ মুসলমান। ২০ শতাংশ দলিত হিন্দু এখানে থাকতেন। পরবর্তীকালে কচ্ছ অঞ্চলের উন্নতি ঘটেছে । সূর্যাস্তের ছবি তোলা হলো। মনিদা ও বৌদি কচ্ছের মানুষের ড্রেস পরে এলেন, আমি ওদের ছবি তুলে দিলাম। ওরা এই নোনা প্রকৃতির বুকে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল আমরা একটা ছোট্ট দ্বীপে দাঁড়িয়ে আছি। প্রকৃতি সত্যিই সুন্দর।

আমরা আবার ভূজ শহরে ফিরে এলাম রাত নটা নাগাদ। এখানে সাড়ে আটটার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। অনেকেরই কেনাকাটা হলো না। রাতে হোটেল তুলসিতে ফিরে এলাম ও সবাই খুব ক্লান্ত। রাতে সবাই খেয়ে নিয়ে সেদিনের মত বিশ্রাম নিতে যে যার ঘরে চলে গেল।

"কলকাতা আকাশবাণী" প্রচারিত বেতার নাটকে প্রধান ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ

নির্মল বিশ্বাস

ভারতে প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে মুম্বাই বেতার সম্প্রচারের শুরু হলেও সরকারি তত্ত্বাবধানে এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম শুরু হয়েছিল কলকাতাতেই। সময়টা ছিল ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট। "ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস" নামে প্রথম বেতার সম্প্রচারের সূচনা হয় গার্স্টিন প্লেসে। তৎকালীন গভর্ণর স্যান্ডর স্ট্যানলি জ্যাকসনই ছিলেন তার উদ্বোধক।

শুধু সংবাদ প্রচারই নয়, পাশাপাশি অনেকটা সময় জুড়ে নিত্যি নতুন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে থাকায় শ্রোতাদের মেধ্য দেখা দিল বিপুল উন্মাদনা। লাইসেন্সধারী গ্রাহকদের চাহিদা নিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে সরকারের আর্থিক সাফল্যের কারণে তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্যিক ভাবে বেতারকেন্দ্র স্থাপন করতে থাকে। তখন তাঁরা বেতারকেন্দ্রের নতুন নামকরণ করেন "অল ইন্ডিয়া রেডিও" বা 'এআইআর'। সময়টা ছিল ১৯৩৬ সাল। এর কিছুদিন পরেই দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৫১ সালের ১ এপ্রিল শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম "আকাশবাণী" পাকাপাকি ভাবে চালু হল।

বিগত শতাব্দীতে জনসংযোগের ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন এনেছিলেন সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে। তখন সংবাদ পাঠক ছিলেন দীপেশ চন্দ্র ভৌমিক, প্রণবেশ সেন, উপেন তরফদার প্রমুখ ব্যক্তিরা। সংবাদ প্রচারের কারুকৃতে কলকাতা বেতারকেন্দ্র পরবর্তীকালে কী অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন, ১৯৫৯ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময়, ১৯৬২ সালে চিন-ভারত সংঘর্ষের সময়, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কিংবা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সংবাদ বিভাগের প্রদীপ্ত ভূমিকা ছিল। এই সময়ে "স্থানীয় সংবাদ"-এর পাঠক হিসাবে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চক্রবর্তী ও দেবরায় রায় উল্লেখযোগ্যে। পাশাপাশি "সংবাদ বিচিত্রা"ও যে তারই পরিপূরক।

বাঙালির রক্তে মিশে থাকা আরও একটি আকর্ষণীয় সম্প্রচার হল মহালয়ার উষালগ্নে বেজে ওঠা "মহিষাসুরমর্দিনী" গীতি আলোখ্যটি। এই অনুষ্ঠানটির সৃষ্টির মূলে রয়েছেন তিন গুণী কলাবিদ— বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য) পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এই অনুষ্ঠানটি ১৯৩৩ সালের ২১ অক্টোবর প্রথম "মহিষাসুর বধ" নামে অনুষ্ঠানটি শুরু হলেও পরের বছর থেকেই "মহিষাসুরমর্দিনী" নামেই পাকাপাকি ভাবেই প্রচারিত হতে থাকে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মৃত্যুর পর মহানায়ক উত্তমকুমারকে দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হলেও সেভাবে শ্রোতারা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। শ্রোতাদের অনুরোধে আবারও ফিরিয়ে আনা হয়েছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই "মহিষাসুরমর্দিনী" কে।

সংগীত বিভাগ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই বিশেষ করে রবিবার সকালের দিকে "সংগীত শিক্ষার আসর" প্রসঙ্গটি উল্লেখ না করলে অবিচার করা হবে। সংগীতাচার্য পঙ্কজকুমার মল্লিক-এর স্মৃতিচয়ন থেকে জানতে পারি, ১৯২৯ সালের শেষের দিকে কলকাতা বেতার থেকে তাঁরই পরিচালনায় "সংগীত শিক্ষার আসর"-এর প্রথম সূত্রপাত হয়।

খুব স্বাভবিকভাবেই বেতারের নাট্যম প্রসঙ্গ। নিখিলরঞ্জন প্রামাণিক তাঁর গবেষণামূলক দীর্ঘ রচনা "বেতার নাটক

তৃতীয় পাতায়...

মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট আউট এর আগেই দুঃসাহসিক চুরি স্কুলে

প্রতিনিধি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট আউট এর আগেই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটলো গাইঘাটা থানার ডেওপুল অধর মেমোরিয়াল হাই স্কুলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট দিতে এসে শিক্ষকরা দেখেন, স্কুল থেকে কম্পিউটার সহ একাধিক সামগ্রী চুরি গিয়েছে। খবর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে গাইঘাটা থানার পুলিশ।

শিক্ষকরা জানিয়েছেন, স্কুলের মধ্যে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার তার কেটে, সিসিটিভি ক্যামেরার মুখ অন্যত্র ঘুরিয়ে,শাটার ভেঙে,জানলার রড কেটে বেশ কয়েকটি কম্পিউটার নিয়ে গিয়েছে চোরেরা।

প্রেমিকার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ যুবকের নিজের ঘরের সিলিং পাখার সঙ্গে গলায় ফাঁস দেওয়া ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তার প্রেমিকার বিরুদ্ধে। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার বনগাঁ স্টেশন সংলগ্ন এলাকার সাহাপাড়া এলাকায়। রাতে যুবকের দেহটি উদ্ধার করে স্থানীয়রা বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মঙ্গলবার সকালে মৃত যুবকের পরিবার তার প্রেমিকার বিরুদ্ধে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। দেহটি ময়না তদন্ত পাঠিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে,মৃত যুবকের নাম পার্থিব মিত্র। বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় এর প্রথম বর্ষের ছাত্র। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, বনগাঁ মতিগঞ্জ সাহাপাড়ার বছর ১৮র যুবতীর সঙ্গে সাত আট মাস আগে পার্থিবর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। যুবতী তাদের বাড়িতেও আসত নিয়মিত। তারা দুজনে বিয়ে করবে বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাবা বলরাম মিত্র বলেন, 'দিন কয়েক ধরে দুজনার মধ্যে অশান্তি চলছিল। ছেলের সঙ্গে ওই মেয়েটি সম্পর্ক রাখতে চাইছিল না। তাই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েই ও আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

বারাসাতে এস এম ফিল্ম্ এর নতুন ছবি WHY- 2 এর প্রদর্শনী

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যের অন্যতম স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাতা এস এম ফিল্ম প্রয়োজিত- (WHY- 1) এর পর হোয়াই চ্যাপ্টার -২ (Why Choptlr) ছবিটি মুক্তি পেল গত ৩০ এপ্রিল উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ ভবনের তিতুমীর হলে। বিশিষ্ট

চলচ্চিত্রকার শুভেন্দু মুখার্জীর নির্দেশনায় নির্মিত ছবি দুটোই এদিন প্রদর্শিত হয়।

এস এম ফিল্ম এর পক্ষ থেকে এদিনে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রেমী বর্ষিয়ান সুব্রত মুখার্জী ও জেলা সদর বারাসতের জে,আর, ফিল্মর্স এর পরিচালক ও বিশিষ্ট অভিনেতা জয়ন্ত মণ্ডল এবং কলকাতার চিত্রকল্প প্রডাকশনের পরিচালক সায়ন ও সুমনকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উদ্যোক্তরা এদিন উপস্থিত সাংবাদিকগণকেও বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা শুভেন্দু মুখার্জী তাঁর নির্মিত এই ছবিটিতেও হোয়াই -১ এর মতো অন্ধকার জগৎ এর নানা বিষয় তুলে ধরেছেন, ঘন্টাখানেকের এই ছবিটিতে একাধিক খুন, ধর্ষণ সহ পুলিশ কর্মীদের স্বেচ্ছাচারিতা ও অসাধু কাজকর্ম স্থান পেয়েছে। এরই মধ্যে ছবিটির মুখ্যচরিত্রে অর্ঘ্য মণ্ডল (বিষ্ণু) ও টিনার চরিত্রে বিপাশা রায় এর প্রেমের দৃশ্যে পার্ক, মেলা, নাগরদোলনা নৌকায় ভ্রমন, শিব মন্দির দর্শন এবং সেই সঙ্গে গীতিকার সৌভিক ঘোষের সংগীতটি ছবিটিকে সমবেত দর্শকের নিকট আকর্ষনীয় করে তোলে। গ্যাংস্টার এর চরিত্রে পরিচালক শুভেন্দুবাবুর অনবদ্য অভিনয় দর্শক সাধারনের প্রশংসালাভ করে। ছবির নায়ক বিষ্ণু কেন অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে নিজেকে হারিয়ে ফেলল? পরিচালক শুভেন্দুবাবু তা অন্বেষণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন দর্শকদের কাছেই। ছবির প্রদর্শন শেষে মঞ্চে উপস্থিত সকল অভিনেতা অভিনেত্রী ও কুশীলবগনকে সমবেত দর্শক মণ্ডলীর সামনে পরিচয় করিয়ে দেন নির্দেশক শুভেন্দুবাবু।

অন্যদিকে এদিন Why ছবির প্রদর্শন শেষে পরিচালক সায়ন ও সুমন নির্দেশিত এবং চিত্রকল্প প্রডাকশন প্রযোজিত মুক্তি আসন্ন মূল্যাকরন ছবিটির টেলার দেখানো হয়। ছবিটিতে জাতপাত, নারী সমাজের উপর সমাজপতি ব্রাহ্মনদের অত্যাচার এবং প্রতিবাদের কাহিনী সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই মূল্যাকরন ছবিটি মুক্তি পাবে এবং ছবিটি সকলকে দেখার আহ্বান জানান পরিচালক সায়ন ও সুমন।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

গোবরডাঙার নাট্যায়ন নাট্য মেলায় মঞ্চস্থ হবে ৭ খানি নাটক

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ মে গোবরডাঙার পৌরটাউন হলে মহাসমারোহ শুরু হয় নাটকের শহর গোবরডাঙার নাট্যায়ন আয়োজিত ৪র্থ বর্ষের নাট্যায়ন নাট্য মেলা-২০২২-২৩। এদিন সন্ধ্যায় মঙ্গল দ্বীপ প্রজ্জ্বোলন করে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন গোবরডাঙার পৌরপতি শংকর দত্ত। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংগীত ও নাটক একাডেমীর সদস্য সচিব হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, একাডেমীর সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙা থানার ওসি অসীম পাল, প্রবীণ সাংবাদিক বিপ্লব ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ আইচ প্রমুখ। নাট্যায়ন নাট্যদলের কর্ণধার নারায়ণ বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান,

সংস্থার সদস্যগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্প স্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে নাটকের চর্চা ও প্রসারে নাট্যায়ন নাট্যদলের ও পরিচালক নারায়ণ বাবুর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। উদ্যোক্তারা এদিন বিশিষ্ট নাট্যসমালোচক ও ভাবনা নাট্য পত্রিকার সম্পাদক অভীক ভট্টাচার্য ও রূপ সজ্জার শিল্পী সুরজিৎ পালকে নাট্যায়ন সম্মানে ভূষিত করেন।

বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক ভবেশ মজুমদারের নির্দেশনায় নৃত্যাল্পনা নৃত্যগোষ্ঠীর মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত নাট্যমেলার সূচনা হয়। উদ্বোধনী দিনে কলকাতার ব্রাত্য সারথী পরিবেশিত মঞ্চ সফল নাটক পরম্পরা এবং বারাকপুর শৌভিক প্রযোজিত সকলের ভলো লাগার নাটক মৌরি ফুল সমবেত দর্শক সাধারনের মনোরঞ্জন করে।

উদ্যোক্তা নারায়ন বাবু জানান, আগামী ২৭ ও ২৮ মে গোবরডাঙার শিল্পায়ন থিয়েটারের নাট্যমেলার পরবর্তী নাটকগুলি অনুষ্ঠিত হবে। অমন্ত্রিত নাট্যদলের নাট্যাভিনয় ছাড়াও রয়েছে খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলীর সদস্যা স্কুল ছাত্রী শরন্যা বিশ্বাসের কথাবলা পুতুলের অনুষ্ঠান ছাড়াও রয়েছে মছলন্দপুর ইমন মাইমের কর্ণধার ধীরাজ হাওলদারের নির্দেশনায় মূকাভিনয় রয়েছে গোবরডাঙা নাট্যায়নের সার্থক প্রযোজনা অরুপ দাঁ নির্দেশিত নাটক রাস্তা নাট্যমেলার শেষ দিনের নাটক দত্তপুকুর দৃষ্টির তরুণী পরিচালক ঐশী ভট্টাচার্য নির্দেশিত মঞ্চ সফল নাটক জোনাকিরা নাট্যায়ন নাট্যমেলার সমস্ত অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকার নাট্যমোদী মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আসামে ১৯৬১ ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণে গোবরডাঙায় অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ওপার বাংলার রাজধানী ঢাকা; ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার স্বাধিকার রক্ষার অন্দোলনে নিহত শহীদ রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতদের স্মরণে দুই বাংলা সহ সারা বিশ্বে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার রক্ষায় আসাম প্রদেশের শিলচরে পুলিশের গুলিতে নিহত ১১ জন বাংলাভাষির কথা আমাদের অনেকের অজানা। ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার শিলচর ষ্টেশনে মাতৃভাষা বাংলার স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে যোগ দিয়ে আসাম পুলিশের গুলিতে প্রান হারান ভাষা প্রেমী ১১ জন তরুণ ও যুবক। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে নিহত আসামের সেই ভাষা শহীদদের প্রতিবছর স্মরন করেন গোবরডাঙা আঞ্চলিক সংস্কৃতি সংস্থার সদস্যগণ। এবারও গত ১৯মে গোবরডাঙা ষ্টেশন সংলগ্ন প্রাঙ্গনে আয়োজিত ১৯৬১র মাতৃ ভাষা বাংলার স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণানুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তাগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিজন নন্দী, বর্ষিয়ান লেখক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, সমীর কিশোর নন্দী, আভা চক্রবর্তী, প্রবীর মজুমদার, ছিলেন সংস্কৃতি ও ভাষা প্রেমী প্রনব রায়, শিক্ষক প্রনব বসু, অরুপ সিনহা, মলয় বিশ্বাস, অজয় বসু, সুমন মণ্ডল প্রমুখ। বিশিষ্ট বক্তাগণ সকলে স্বাধীনতার পর আসাম প্রদেশে রাজ্যের সরকারি ভাষা অসমিয়া করার এবং রাজ্যের বিরাট সংখ্যক বাঙালীদের মাতৃভাষাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় আন্দোলনে নামে সে রাজ্যের বাঙালীরা। শিলচর রেল ষ্টেশনে এই দাবিতে আন্দোলনরত বাঙালীদের উপর পুলিশ গুলি চালায়। মারা যান মাত্র ১৬ বৎসরের এক ছাত্রী কমলা ভট্টাচার্য সহ ১১জন। সেই ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত বেদীতে ফুল- মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। স্মরণ অনুষ্ঠানে স্কুল ছাত্র প্রান্তিক বসু ও অজয় বসুর সংগীত, শিক্ষক অলকানন্দ বসুর কবিতা আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করে। মলয় বসুর সঞ্চালনায় শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবমন্ত হয়ে ওঠে।

ঠাকুনগরে সন্ধ্যা কুমুদ একাডেমীর প্রণাম

নীরেশ ভৌমিকঃ ঠাকুনগরের অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সন্ধ্যাকুমুদ কালচারাল একাডেমী আয়োজিত কবিগুরু বন্দনার অনুষ্ঠান হল গত ১৪ মে।

এদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরনগর ষ্টেশন সংলগ্ন খেলার মাঠের সুসজজ্জিত প্রাঙ্গনে সংস্থার অর্ধশতাধিক সংগীত শিল্পী ও শিক্ষার্থীগনের সমবেত কণ্ঠে কবিগুরুর 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে' সংগীতের মধ্য দিয়ে একাডেমী আয়োজিত নবম বার্ষিক রবি বন্দনা (১৪৩০ বঙ্গাব্দ) অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কবি প্রনামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রান পুরুষ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও প্রশিক্ষক বর্ষিয়ান কেনারাম ঘোষ সহ বহু বিশিষ্টজন।

এদিনের একাডেমীর পরিচালক পার্থ ঘোষ ও সুতপা ঘোষের পরিচালনায় কবি বন্দনায় সংস্থার ছোট বড় সংগীত শিল্পী ও শিক্ষার্থীগণের একক ও সমবেত কণ্ঠের রবীন্দ্র সংগীত ছাড়াও ছিল, রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি ও রবীন্দ্র নৃত্যের অনুষ্ঠান। শুভম ও নীলাদ্রিকার কণ্ঠে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি এবং অভিষিক্তা, প্রাপ্তি ও গুনগুনের রবীন্দ্র নৃত্যের অনুষ্ঠান এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্না মণ্ডলের গাওয়া কবিগুরুর গান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে।

রবীন্দ্র অনুরাগী মৃদুলা হালদার, পর্ণা রায় ও প্রিয়াঙ্কা দেবনাথের সুচারু পরিচালনায় সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমী আয়োজিত এদিনের নবম বার্ষিক রবি বন্দনার অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

প্রধান ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয়পাতার পর

১৯২৭-১৯৭৭" তিনি জানাচ্ছেন, "ভারতবর্ষে বেতার নাটক শুরু কলকাতা কেন্দ্রে ১৯২৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর। প্রথমদিকে হীরেন বসু ছিলেন নাট্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান।

নাট্য পরিবেশনের জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানালেন উত্তর কলকাতার 'চিত্র সংসদ' নামে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে। এদের মধ্যে ছিলেন বাণীকুমার, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ। অতপর তাঁরা 'বেতার নাটকে দল' নাম দিয়ে একটি সংস্থা গড়লেন। এরপর নাট্য বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে।

প্রথম দিকে অল্প-সল্প নকশা বা একাঙ্ক জাতীয় নাটক দিয়ে শুরু করলেও শ্রোতা সাধারণের ইচ্ছাপূরণ করতে পূর্ণদীর্ঘ নাটকের কথা ভাবতে হল তাঁদের। কিন্তু তার কোনো পরিকাঠামো না থাকায় পেশাদার রঙ্গালয় থেকে নির্বাচিত জনপ্রিয় নাটকগুলিই সরাসরি (রিলে) প্রচার করতে থাকেন। এমনকী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে থেকে ১৯২৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের "তপতী" নাটকটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাটমন্দির থেকে সরাসরি রিলে করা হয়েছিল সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে। এই নাটকের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

তুলনামূলকভাবে কম হলেও, বাংলার নিজস্ব লোকনাট্যকলা অর্থাৎ যাত্রাপালাকে কম সম্মান দেখাননি আকাশবাণী। তাই "মজদুর মণ্ডলী" আসরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসর বসলেও প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন যাত্রা দলের "যাত্রাভিনয়" পরিবেশন করা হতো। বেতারে যাত্রাপালা সম্প্রচারের সূচনাকাল থেকে শুরু করে বহুদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। আর দুপুরে "মহিলা মহল" আসর হতো। এছাড়া শনি ও রবিবার দুপুরে সকল মানুষের মন কেড়ে নিতে "অনুরোধের আসর"- এর জুড়ি নেই।

এছাড়া অন্যান্য বিভাগের মতো খেলাধূলার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ। বেতারে যেহেতু শ্রোতাদের চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই, তাই ধারাভাষাকেই (ধারাবিবরণীতে) সর্বাঙ্গীণ গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা। আর সেক্ষেত্রে অজয় বসু, কমল ভট্টাচার্য ও পুষ্পেন সরকার ছিলেন তাঁদের তুরুপের তাস। পরবর্তীতে বিপ্লব দাশগুপ্ত, সুকুমার সমাজপতি এবং শিবাজী দাশগুপ্ত বেতার ভাষ্যকার হয়েছেন।

আকাশবাণী এক অসামান্য "বেতারজগৎ" (অধুনালুপ্ত) নামে একটি সাহিত্য পত্রের জন্ম হয়েছিল ১৯২৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। এর শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালের ১৫ জানুয়ারি। এটি ছিল পাক্ষিক পত্রিকা। বেতারের সময়সূচী সহ পত্রিকাটি সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরনগরে গীতাঞ্জলি সহিত্য সংস্থার কবি বন্দনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরের মতো এবারও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে ঠাকুরনগরের হুদা গীতাঞ্জলি সাহিত্য সংস্থা। সংস্থার প্রান পুরুষ রবীন্দ্র অনুরাগী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ তাপস তরফদারের অহ্বানে এদিনের কবি প্রনামের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রসময় বাইন, অমল মণ্ডল, স্বনামধন্য আবৃত্তিকার পলাশ মণ্ডল প্রমুখ।

বিশিষ্ট গায়িকা মন্দিরা পোদ্দারের গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্র প্রনামের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করেন জয় ঘোষ ও দেবারতি ঘোষ। আবৃত্তি করেন স্বনাম খ্যাত বাচিক শিল্পী সুভদ্রা বিশ্বাস, স্বরচিত কবিতা পাঠে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান, বিশিষ্ট কবি মিন্টু বারুই ও তাপস তরফদার। নানা অনুষ্ঠান ও রবীন্দ্র প্রেমী বহু মানুষের উপস্থিতিতে গীতাঞ্জলি সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত এদিনের ১৬৩ তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

গোবরডাঙায় নানা অনুষ্ঠানে সার্থক অগ্নিবীণার রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

নীরেশ ভৌমিক ঃ সংস্কৃতির পীঠস্থান গোবরডাঙার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন অগ্নিবীণা নৃত্য সংস্থার পরিবেশনায় রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তি উপলক্ষেমনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ২১ মে সন্ধ্যায় সংস্থা অঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে মঙ্গ লদীপ প্রোজ্জ্বলন করে গোবরডাঙা থানার

সংস্কৃতি প্রেমী অফিসার ইনচার্জ অসীম পাল। মনোজ্ঞ সংগীতের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে সংস্থার নৃত্য শিল্পীরা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর বাসন্তী ভৌমিক, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার পলাশ মণ্ডল সহ সাংবাদিকগণ, পরে আসেন গোবরডাঙার পৌরপতি শংকর দত্ত, বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী শান্তনু দে প্রমুখ। উদ্যোক্তরা সকল বিশিষ্টজনদের বরণ করে নেন। অগ্নিবীণা নৃত্য সংস্থার নৃত্য শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী পৌষালী বসু সাহার প্রয়োগ ও পরিকল্পনায় সংস্থার ছোট বড় নৃত্য শিল্পীগন রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুলগীতির উপর নৃত্য পরিবেশন করেন। কবিদ্বয়ের সাহিত্য জীবন ও কর্মের উপর আলেকপাত করে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ও বাচিক শিল্পী পলাশ মণ্ডল। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সত্যম বিশ্বাসের মনোজ্ঞ সংগীতনুষ্ঠান ও রৌশনি রোহিনীর বেহালা বাদন এবং সোমা রক্ষিতের বাঁশির সুর উপস্থিত সকল দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সবশেষে সংস্থার নৃত্যশিল্পীগণের পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় কবিগুরু রচিত নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। নানা অনুষ্ঠানে ও এলাকার অগনিত সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে অগ্নিবীণা নৃত্য সংস্থা আয়োজিত দ্বিতীয় বর্ষের রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

চাঁদপাড়ার সুরবাণী উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর সংগীত শিক্ষিকা অনিন্দিতা সাহার নেতৃত্বে সংস্থার সদস্য সংগীত শিক্ষর্থীগণের সমবেত কণ্ঠে বিশ্বকবির আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সপ্তম বর্ষের সুরবাণী সংগীত একাডেমী আয়োজিত বার্ষিক সুরবানী উৎসব।

গত ২০ মে সন্ধ্যায় চাঁদপাড়ার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সুরবাণী সংগীত একাডেমী আয়োজিত বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপাড়া বাজার সমিতির সম্পাদক মুকুল সাহা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা শীলা রায়, ডাঃ গুরুদাস সাহা, নাট্যব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী, সাংবাদিক প্রভাষ বিশ্বাস প্রমুখ। সুরবাণী সংগীত একাডেমীর অধ্যক্ষ অনিন্দিতা দেবীর পরিচালনায় সংস্থার সদস্যগণ সমবেত ভাবে অংশ গ্রহন করেন। মঙ্গতে ছিলেন, সুভাষ চক্রবর্তী, পার্থ ঘোষ, মধ্যম রায় লব কুন্ডু, সমীর মণ্ডল ও অমৃতাংশু সাহা প্রমুখ।

আবৃত্তিতে অংশ নেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী জ্যোতি সাঁতরা, রীমা ঘোষ, নবন্বিতা রায় ও স্কুল ছাত্রী স্বরলিপি চক্রবর্তী, একক সংগীতানুষ্ঠানে সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মন জয় করেন সম্ভাবনাময় সংগীত শিল্পী দীপা দাস। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মায়েদের কণ্ঠে কবিগুরুর প্রান চায়, চক্ষু না চায় সংগীতটি উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও যাদুকর সুভাষ চক্রবর্তী পরিবেশিত রবীন্দ্রভাবনায় যাদু প্রদর্শন উপস্থিত ছোট বড় সকল দর্শকের মনোরঞ্জন করে।

সবশেষে অধ্যক্ষ শ্রীমতী সাহার পরিচালনায় পরিবেশিত রবি ঠাকুরের গীতি নাট্য চিত্রাঙ্গদা সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অসংখ্য দর্শকের উপস্থিতি ও সংস্থার সংগীত শিক্ষার্থীগণের স্বতঃ স্ফূর্ত অংশগ্রহনে সপ্ত বার্ষিক সুরবাণী উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

ধামাকা অফার

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

আগামী ৯ই বৈশাখ, ইং ২৩ এপ্রিল রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া ও হালখাতা উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স সবাইকে জানায় সাদর আমন্ত্রণ।

- অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সোনার গহনার মজুরীতে ধামাকা ছাড়।
- ডায়মণ্ড জুয়েলারী ডায়মণ্ডের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
- সার্টিফাইড আসল গ্রহরত্নের ওপর থাকছে ১০% ছাড়।
- এছাড়াও থাকছে এন পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ সেলস্‌ম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
- দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

বনগাঁতে নিয়ে এলা চশমার ফ্রেম ও পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। এছাড়া সমস্ত রকমের কনট্যাক্ট লেন্স পাওয়া যায়।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে লোকনাথ মার্কেট), বনগাঁ। মো : ৮৯৬৭০৩০৮৪২

পড়ুন পড়ান সার্বভৌম সমাচার

বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/

COMPUTER & PRINTER REPAIRING

যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়

কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN

Mob. : 9734300733

অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath

Customs Clearing & Forwarding Agent

: 03215-245 718

9475399888

8768010885

: absenterprise43@gmail.com

absenterprise43@yahoo.com

A.B.S. ENTERPRISE

Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 89728 00084 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**